শিশুসুরক্ষা ভিত্তিক এডভোকেসি কর্মকান্ড

- **একক যোগাযোগ/ব্যক্তিগত যোগাযোগঃ** একজন এডভোকেটের সাথে তার সময় অনুযায়ী এবং যেখানে তার সুবিধা সেই স্থানে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা। তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা, আপনার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা এবং উদ্বুদ্ধ করতে ও তার অঙ্গীকার পেতে সচেষ্ট হওয়া।
- **দলীয় আলোচনাঃ** দলীয় আলোচনায় তথ্য, মতামত ও শিশুসুরক্ষা বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে দলের ভিতর সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা যা আপনার কার্যক্রমের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে। দলীয় কাজ, কাজের অগ্রগতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান এই বিষয়গুলো আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই মিটিং করা।
- **আনুষ্ঠানিক বা ফর্মাল সভা/মিটিং ঃ** আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে যে সভা পরিচালনা করা হয়; মূলত এই সভায় একজন সভাপতি নির্বাচন করা হয় এবং সভা পরিচালনাকারী সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা পরিচালনা করে থাকেন।
- **সরকারি কর্মকর্তা আয়োজিত সভা/মিটিং ঃ** সরকারি ও স্থানীয় দপ্তরগুলোতে অনুষ্ঠিত নিয়মিত সমন্বয় সভাগুলো এডভোকেসির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সভার এজেন্ডায় আপনি যা আলোচনা করতে চান (আপনার প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয় বা শিশুসুরক্ষা ইস্যু, যৌন নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো) তা আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **র‍্যালিঃ** সাধারণত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিষয়কে সমর্থন করার জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানের বা র‍্যালির আয়োজন করা হয় । যেমন শিশুসুরক্ষা ইস্যু। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী যেমন শিক্ষক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, এনজিও কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সিভিল সোসাইটি, ছাত্রছাত্রী, যুব-দল ইত্যাদি মানুষদের যথাসময়ে আমন্ত্রন জানানো । র‍্যালিতে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি নির্ধারণ, আমন্ত্রণপত্র পাঠানো এবং র‍্যালি শেষে সমাবেশে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অথিতির বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা রাখা ।
- **মানব বন্ধন ঃ** বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পক্ষে জাতীয় বৃহত্তর ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আপামর জনসাধারণ একে অন্যের হাত ধরে মানব বন্ধন তৈরি করে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। যেমনঃ শিশু অধিকার লজ্ঘন প্রতিরোধে মানব বন্ধন হতে পারে। শিশু অধিকার লজ্ঘন প্রতিরোধে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মানব বন্ধন হতে দেখা যাচ্ছে।
- **প্রেস ব্রিফিং ও প্রেস কনফারেন্স ঃ** এডভোকেসি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরুতে যেকোনো সময় কেন এই ইস্যুটি নিয়ে এডভোকেসি করা হবে সে বিষয়ে সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোই হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং বা প্রেস কনফারেন্স। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পত্রিকা বা অন্যান্য মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে ইস্যুটি সম্পর্কে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও পাঠকের প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো।
- **সেমিনার, ওয়ার্কশপ ঃ** সেমিনার বা ওয়ার্কশপ হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া। যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং অংশগ্রহণকারীদের দলীয় আলোচনায় অংশ নিতে হয়।
- **সংলাপ ঃ** সংলাপ হল এডভোকেট এবং অন্যান্য দলের মধ্যে ইস্যুভিত্তিকঃ যেমন শিশুসুরক্ষা বিষয়ক মত বিনিময়ের এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পক্ষগুলো নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারে এবং অন্যদের মতামত জানতে পারে। পক্ষগুলোর মধ্যে কেউ কেউ নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে একমত হতে পারে, আবার কোন পক্ষ ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে।

PLAN INTERNATIONAL

Aparajeyo-Bangladesh
Working with disadvantaged Children & Youth

- **নেটওয়াকিং ঃ** কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দল, সংগঠন বা ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতকেই নেটওয়াকিং বলে।
- **বিশেষ দিবস পালন:** বিশেষ কোন দিনকে (বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, শিশু অধিকার দিবস, জাতীয় শিশু দিবস) সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই জনসমাগমে এডভোকেট, সম্ভাব্য এডভোকেট, অন্যান্য উন্নয়নকর্মীসহ সাধারন জনগন অংশগ্রহণ করেন।

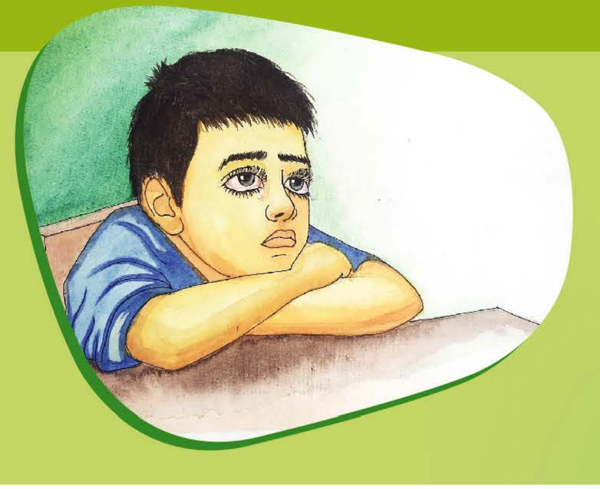

- **ফোরাম গঠন:** পরিকল্পিতভাবে জনকল্যাণে কাজ করার জন্য সমাজে বিভিন্ন ফোরাম গঠিত হয়ে থাকে। যেমন নাগরিক ফোরাম। শিশুসুরক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এই ধরনের ফোরাম অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।
- **স্মারকলিপি:** সেমিনার/কনফারেন্স এর পর ফলো-আপ কার্যক্রম হিসেবে নীতি-নির্ধারকদের স্মারকলিপি বা চিঠি দেয়া যেতে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্যে জনগনের মধ্যে থেকে যে সুপারিশ আসে তার ভিত্তিতে স্মারকলিপি বা চিঠি করে নীতি-নির্ধারকদের দেয়া হয়।
- **ওরিয়েন্টেশন ঃ** উদিষ্ট জনগোষ্টীকে সেনসিটাইজ করা। শিশুসুরক্ষা, সহিংসতা ও শিশু অধিকার লংঘন প্রতিরোধে জনগোষ্টীর করনীয়সমূহ বিশ্লেষন করা এবং প্রকল্প এলাকায় এডভোকেসি কার্যক্রমকে সহায়তা করা।
- **গণসমাবেশ:** গণনমানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনগণকে নিয়ে যে সমাবেশ করা হয় তা গণসমাবেশ ।
- **জনসভা/পথসভা:** এক সাথে অনেক মানুষকে তথ্য প্রদানই হচ্ছে জনসভা/পথসভা। শিশুসুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্যেও জনসভা/পথসভা করা যেতে পারে।
- **স্বাক্ষর সংগ্রহ:** গণনমানুষকে উদ্বুদ্ধ করা গেলে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নীতি-নির্ধারকদের কাছে পাঠানো এডভোকেসির অন্যতম কৌশল। এতে দাবী জোড়ালো হয় জনপ্রতিনিধি ও নীতি-নির্ধারকগণ সমস্যা সমাধানের জন্য এক ধরনের নৈতিক চাপ বোধ করেন।
- **গণমাধ্যমের ব্যবহার (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক):** বিশ্বের যে কোন দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর। গণমাধ্যমে যখন সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার হয়, তখন তা ব্যাপক জনগোষ্টীর কাছে পৌছায়। আবার জনগন যখন কোন সমস্যা সম্পর্কে মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে, তখন তারা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্যে জনপ্রতিনিধি ও নীতি-নির্ধাকের উপর চাপ প্রয়োগ করে। শিশুসুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে গণনমানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে গণমাধ্যম ব্যবহারের এই কৌশলটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- **ক্যাম্পেইন:** কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করার জন্য জনসমর্থন অর্জন ও জনমত সংগঠন করা।
- **প্রকাশনা:** ইস্যুভিত্তিক প্রকাশনা (বুলেটিন, জার্নাল, স্মরনিকা) বা বিভিন্ন ডকুমেন্টারী প্রকাশ ও প্রচার করা।
- **ফিউচার সার্চ কনফারেন্স:** শিশুসুরক্ষা ইস্যু, শিশুর প্রতি সহিংসতা ও শিশু অধিকার লজ্ঘন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার দলের উপস্থিতিতে অতীত ও বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে কাঙ্খিত ভবিষ্যতের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় দায়িত্ববাহকদের ভূমিকা

- শিশুরা ব্যতীত সমাজে অন্যান্য ব্যক্তিরা (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) সবাই দায়িত্ববাহক।
- শিশু অধিকার সনদ হল সব শরীক রাষ্ট্রসমূহের একটি দলিল এবং সব শরীক রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হল এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেন সকল বাবা-মা, বা পরিচর্যাকারীরা তাদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারেন।
- একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপনার আয়োজন করা যাতে অধিকারসমূহ ভালভাবে বাস্তবায়ন হয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে।
- মূলতঃ রাষ্ট্রই হলো শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ। জতিসংঘ সনদে সই করার পর, রাষ্ট্রকে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের জন্য প্রাইমারী ডিউটি বেয়ারার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।
- যদিও রাষ্ট্রকে প্রাথমিক দায়িত্ব বহনকারী হিসাবে দায়বদ্ধ করা হয়। কিন্তু সমাজে সকল বয়স্ক ব্যক্তিকেই শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হয়।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় দায়িত্ব বাহকদের অবস্থান

- আন্তর্জাতিক
- জাতীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি
- বিভিন্ন সংগঠন
- কমিউনিটি
- পরিবার
- শিশু

কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতীয় শিশু সুরক্ষা পদ্ধতি শক্তিশালী করণ

কমিউনিটি ভিত্তিক প্রক্রিয়া, এতিহ্য এবং চর্চাগুলি সনাক্ত করন যা শিশুদের সুরক্ষায় অবদান রাখবে। সুরক্ষা ঝুঁকি এবং ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সনাক্ত এবং রেফার করতে পারে এমন সংস্থাগুলি সনাক্ত করণ। তাদের প্রশিক্ষণের জন্য রিসোর্স মোবিলাইজ করণ।

সুরক্ষামূলক পরিবেশকে জোরদার করার জন্য কমিউনিটি -নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলি উৎসাহিত করণ (সচেতনতা বৃদ্ধি, রেফারেন্স, ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের ফলোআপ ইত্যাদি)।

জাতীয় শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো, সক্ষমতা এবং পদ্ধতিগুলি ম্যাপিং করা যাতে শিশুরা এগুলিতে অ্যাক্সেস করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করণ।

জাতীয় ব্যবস্থার সক্ষমতা, গুণমান এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা জোরদার করতে জাতীয় পর্যায়ে এবং মাঠে পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করণ ।

সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, স্থানীয় এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং যুব সংগঠন / দলের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করণ।

PLAN INTERNATIONAL

Aparajeyo-Bangladesh
Working with disadvantaged Children & Youth

যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (এসজিবিভি) রোধে করণীয়

সমাজের বিভিন্ন অবস্থান থেকে আমরা যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারি। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন। জনগোষ্ঠী পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা, যুব সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন। এ ছাড়া নারী নিজেও নারীর প্রতি সংিসতা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। এর জন্য সমাজের প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থান থেকে কিছু করণীয় রয়েছে:

নারীর করণীয়
- নারী হিসাবে নিজেকে সম্মান করা
- নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখা
- নারীস্বাস্থ্য বিষয়ে সকল তথ্য জানা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হওয়া
- নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট সকল আইন সম্পর্কে ধারণা রাখা
- নিজের নিরাপত্তার জন্য পরিকল্পনা গড়ে তোলা
- সহিংসতার শিকার হলে কোথায় সাহায্যের জন্য যেতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা রাখা
- শিক্ষিত নাগরিক হয়ে দক্ষতা বাড়ানো
- নারী নির্যাতন বিরোধী আইন সম্পর্কে ধারণা রাখা
- ধর্মে নারীর অধিকার বিষয়ে ধারণা রাখা

পরিবারের করণীয়
- শিশুদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে চলতে শেখানো এবং তাদের সামনে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ না করা
- মেয়ে-ছেলে উভয় শিশুদের নিজেকে এবং অপরকে সম্মান করতে শেখানো
- মেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং মেধাভিত্তিক কাজকে উৎসাহিত করা
- পরিবারে ছেলে ও মেয়ে শিশুকে সমান মূল্যায়ন করা
- শিশু সন্তানকে প্রহার না করা এবং তাদের প্রতি সরাসরি 'না' উত্তর না দিয়ে বুঝিয়ে সঠিক বিষয় উপস্থাপন করা
- পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে সব বয়সী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরিবারের সকলকে শেখানো।

নারী নেত্রীদের করণীয়
- স্থানীয় নারী নেত্রীদের সমন্বয় সাধন করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করা
- নারীর স্বাস্থ্য অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে ধারণা রাখা এবং এ বিষয়ে অন্যান্যদের সচেতন করা
- নারী নির্যাতন বিরোধী আইন বিষয়ে নিজেদের কমিউনিটিতে আলোচনা করা
- নারীর স্বাস্থ্যসেবাসহ নির্যাতন বিষয়ে সকল তথ্য এলাকার অন্যান্য গণমাধ্যমে তুলে ধরা
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে এলাকায় সহযোগী সংগঠনকদের সাথে নেটওয়ার্ক বা পার্টনারশিপ গড়ে তোলা
- নিকটস্থ আইন শালিস কেন্দ্র থেকে নারী নির্যাতন বিরোধী তথ্য ও রেফারেল বিষয়ে যে সেবা দেয়া হয় সে সম্পর্কে এলাকার নারীদের বিশেষবাবে সচেতন করা
- এলাকায় নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা কোনো ঘটনা ঘটলে তা প্রতিরোধ করা এবং নির্যাতিত নারীকে সহায়তা দেয়া।

সমাজের নেতৃস্থানীয়দের করণীয়
- নিজ নিজ এলাকার জনগণের সাথে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে আলোচনা করা
- ধর্মে নারীর অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ধারণা দেয়া
- নারী নির্যাতনপ্রতিরোধ কমিটি গঠন করা
- নারী নির্যাতনকারীদের শনাক্ত করে প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা যাতে ভবিষ্যতে এমন নির্যাতন না হয়
- মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা
- স্থানীয় বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারী নির্যাতনকারীদের শনাক্ত করে বিচারের ব্যবস্থা করা এবং নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা পেতে সাহায্য করা

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর করণীয়
- নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতন ও তার প্রতিরোধ বিষয়ে যথাযথ ধারণা রাখা এবং এ বিষয়ে নিজেদেরকে ভয়ভীতি, ভুল ধারণা ও সংস্কারমুক্ত রাখা
- নির্যাতনের শিকার নারীকে সহায়ক ও পক্ষপাতহীন পরিচর্যা প্রদান করা
- প্রত্যেক নারী সেবাগ্রহীতাকে তার নিজস্ব নিরাপত্তা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে সহায়তা করা
- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মতো স্বাস্থ্যসেবার সাথে পয়োজনীয় অন্যান্য সেবা যেমন আইনি সহায়তা গ্রহণে নারীদের তথ্য দেয়া এবং সহায়তা করা
- নির্যাতিত নারীকে বা নির্যাতনের ঝুঁকির মাধ্যমে রয়েছে এমন নারীদের কাউন্সেলিং করা

বাংলাদেশে এসজিবিভি প্রতিরোধ সম্পর্কিত আইন সমূহ
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন -১৯২৯
- যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন- ১৯৮০
- নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন- ২০০৩
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন -২০০৯
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন - ২০১০
- পর্নোগ্রাফি সুরক্ষা আইন -২০১২
- জাতীয় মহিলা উন্নয়ন নীতি- ২০১১
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন -২০১২
- মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা (প্রতিরোধমূলক) শাস্তি আইন- ১৯৮৩
- মহিলা ও শিশু নির্যাতন দমন আইন -২০০০ (২০০৩ সংশোধিত)
- ডিওক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন -২০১৪

PLAN INTERNATIONAL

Aparajeyo-Bangladesh
Working with disadvantaged Children & Youth

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ইস্যু ভিত্তিক এডভোকেসি কর্মকান্ড

একক যোগাযোগ/ব্যক্তিগত যোগাযোগঃ একজন এডভোকেটের সাথে তার সময় অনুযায়ী এবং যেখানে তার সুবিধা সেই স্থানে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা। তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা, আপনার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা এবং উদ্বুদ্ধ করতে ও তার অঙ্গীকার পেতে সচেষ্ট হওয়া।

দলীয় আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় তথ্য, মতামত ও এসআরএইচআর বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে দলের ভিতর সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করা যা আপনার কার্যক্রমের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে। দলীয় কাজ, কাজের অগ্রগতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান এই বিষয়গুলো আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই মিটিং করা।

আনুষ্ঠানিক বা ফর্মাল সভা/মিটিং ঃ আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে যে সভা পরিচালনা করা হয়; মূলত এই সভায় একজন সভাপতি নির্বাচন করা হয় এবং সভা পরিচালনাকারী সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা পরিচালনা করে থাকেন।

সরকারি কর্মকর্তা আয়োজিত সভা/মিটিং ঃ সরকারি ও স্থানীয় দপ্তরগুলোতে অনুষ্ঠিত নিয়মিত সমন্বয় সভাগুলো এডভোকেসির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সভার এজেন্ডায় আপনি যা আলোচনা করতে চান (আপনার প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয় বা এসআরএইচআর ইস্যু, যৌন নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্গন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো) তা আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

র‌্যালি ঃ সাধারণত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিষয়কে সমর্থন করার জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানের বা র‌্যালির আয়োজন করা হয়। যেমন এসআরএইচআর ইস্যু। র‌্যালিতে অংশগ্রহণকারী যেমন শিক্ষক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, এনজিও কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সিভিল সোসাইটি, ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি মানুষদের যথাসময়ে আমন্ত্রন জানানো। র‌্যালিতে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি নির্ধারণ, আমন্ত্রণপত্র পাঠানো এবং র‌্যালি শেষে সমাবেশে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অথিতির বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা রাখা ।

মানব বন্ধন ঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পক্ষে জাতীয় বৃহত্তর ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আপামর জনসাধারণ একে অন্যের হাত ধরে মানব বন্ধন তৈরি করে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে। যেমনঃ মানবাধিকার লজ্মন প্রতিরোধে মানব বন্ধন হতে পারে। এসআরএইচআর লজ্মন প্রতিরোধে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মানব বন্ধন হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রেস ব্রিফিং ও প্রেস কনফারেন্স ঃ এডভোকেসি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরুতে যেকোনো সময় কেন এই ইস্যুটি নিয়ে এডভোকেসি করা হবে সে বিষয়ে সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোই হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং বা প্রেস কনফারেন্স। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পত্রিকা বা অন্যান্য মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে ইস্যুটি সম্পর্কে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও পাঠকের প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো।

সেমিনার, ওয়ার্কশপ ঃ সেমিনার বা ওয়ার্কশপ হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া। যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং অংশগ্রহণকারীদের দলীয় আলোচনায় অংশ নিতে হয়।

সংলাপ ঃ সংলাপ হল এডভোকেট এবং অন্যান্য দলের মধ্যে ইস্যুভিত্তিকঃ যেমন এসআরআইচআর বিষয়ক মত বিনিময়ের এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পক্ষগুলো নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারে এবং অন্যদের মতামত জানতে পারে। পক্ষগুলোর মধ্যে কেউ কেউ নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে একমত হতে পারে, আবার কোন পক্ষ ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে।

নেটওয়াকিং ঃ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দল, সংগঠন বা ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ, সর্ম্পক স্থাপন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতকেই নেটওয়াকিং বলে।

বিশেষ দিবস পালন ঃ বিশেষ কোন দিনকে (বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, নারী দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস) সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই জনসমাগমে এডভোকেট, সম্ভাব্য এডভোকেট, অন্যান্য উন্নয়নকর্মীসহ সাধারন জনগন অংশগ্রহণ করেন।

ফোরাম গঠন ঃ পরিকল্পপিতভাবে জনকল্যাণে কাজ করার জন্য সমাজে বিভিন্ন ফোরাম গঠিত হয়ে থাকে। যেমন নাগরিক ফোরাম। এসআরএইচআর কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ধরনের ফোরাম অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্মারকলিপিঃ সেমিনার/কনফারেন্স এর পর ফলো-আপ কার্যক্রম হিসেবে নীতি-নির্ধারকদের স্মারকলিপি বা চিঠি দেয়া যেতে পারে। সমস্যা সমাধানের জন্যে জনগনের মধ্যে থেকে যে সুপারিশ আসে তার ভিত্তিতে স্মারকলিপি বা চিঠি করে নীতি-নির্ধারকদের দেয়া হয়।

ওরিয়েন্টেশন ঃ উদিষ্ট জনগোষ্টীকে সেনসিটাইজ করা। এসআরএইচআর বিষয়ক সহিংসতা ও নারী অধিকার লংঘন প্রতিরোধে জনগোষ্টীর করনীয়সমূহ বিশ্লেষন করা এবং প্রকল্প এলাকায় এডভোকেসি কার্যক্রমকে সহায়তা করা।

গণসমাবেশঃ জনমানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনগণকে নিয়ে যে সমাবেশ করা হয় তা গণসমাবেশ

জনসভা/পথসভাঃ এক সাথে অনেক মানুষকে তথ্য প্রদানই হচ্ছে জনসভা/পথসভা। এসআরএইচআর বিষয়ক কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্যেও জনসভা/পথসভা করা যেতে পারে।

স্বাক্ষর সংগ্রহ: গণনমানুষকে উদ্বুদ্ধ করা গেলে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নীতি-নির্ধারকদের কাছে পাঠানো এডভোকেসির অন্যতম কৌশল। এতে দাবী জোড়ালো হয় জনপ্রতিনিধি ও নীতি-নির্ধারকগণ সমস্যা সমাধানের জন্য এক ধরনের নৈতিক চাপ বোধ করেন।

গণমাধ্যমের ব্যবহার (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক): বিশ্বের যে কোন দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর। গণমাধ্যমে যখন সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার হয়, তখন তা ব্যাপক জনগোষ্টীর কাছে পৌঁছায়। আবার জনগন যখন কোন সমস্যা সর্ম্পকে মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে, তখন তারা বিষয়টি সর্ম্পকে সচেতন হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্যে জনপ্রতিনিধি ও নীতি-নির্ধাকের উপর চাপ প্রয়োগ করে। এসআরএইচআর বিষয়ক কার্যক্রম সর্ম্পকে গণনমানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে গণমাধ্যম ব্যবহারের এই কৌশলটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ক্যাম্পেইন: কাখিখত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করার জন্য জনসমর্থন অর্জন ও জনমত সংগঠন করা।

প্রকাশনা: ইস্যুভিত্তিক প্রকাশনা (বুলেটিন, জার্নাল, স্মরনিকা) বা বিভিন্ন ডকুমেন্টারী প্রকাশ ও প্রচার করা।

ফিউচার সার্চ কনফারেন্স: এসআরএইচআর ইস্যু, পারিবারিক সহিংসতা ও মানবাধিকার লজ্মন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার দলের উপস্থিতিতে অতীত ও বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে কাঙ্খিত ভবিষ্যতের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা।

PLAN INTERNATIONAL

Aparajeyo-Bangladesh
Working with disadvantaged Children & Youth